Released 17-8-1940

with Karmakhali S

মতিমহল থিয়েটার্সের

অরুণ—
ধীরাজ ভট্টাচার্য্য

চিত্রা—
অরুণা দাশ

নমিতা—
প্রতিমা দাসগুপ্তা

ডাঃ বজ্রপাণি ঘোষ—
সন্তোষ সিংহ

চিত্রার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—
প্রফুল্ল মুখার্জ্জি

অমিতা—
কুমারী রাধারাণী অধিকারী

ডব—
নৃপতি চট্টোপাধ্যায়

—অন্যান্য ভূমিকায়—
মাধবী - ঝর্ণা পাল - দুর্গা
কলাবতী - দ্বিজেন গাঙ্গুলী
চন্দ্রশেখর।

নমিতার পিতা—
বিপিন গুপ্ত

নমিতার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা—
অর্দ্ধেন্দু মুখার্জ্জি

অপর্ণা—
অঞ্জলি রায়

মুখার্জ্জি—
সত্য মুখার্জ্জি

নমিতার মাতা—
নিভাননী

মতিমহল থিয়েটার্সের নূতন ছবি

সমাধান

কর্ম্মী

প্রযোজনা—
জি, সি, বোথরা

কাহিনী, গান ও সংলাপ—
প্রেমেন্দ্র মিত্র

পরিচালনা—
ফণী বর্ম্মা—নীরেন লাহিড়ী

আলোক চিত্র—
নির্ম্মল দে

শব্দ ধারণ—
সি, এস্, নিগম

ব্যবস্থাপনা —
ভিক্টর মোজেস্

শিল্প নির্দ্দেশ—
বটকৃষ্ণ সেন

সম্পাদনা—
ধরমবীর সিং

দৃশ্য পরিকল্পনা—
খরবুজ মিস্ত্রী

রসায়নাগার—
কুলদা রায়

রূপ সজ্জা—
সেখ ইদু

পরিচ্ছদ—
শঙ্করলাল

স্থির চিত্র—
দুলাল দাস

—সহকারী—

পরিচালনায় —
মান্টু সেন ও অমল বর্ম্মণ

আলোক চিত্রে—
মুরারী ঘোষ ও কল্যাণ গুপ্ত

শব্দ ধারণে—
মোহন সরকার

ব্যবস্থাপনায়—
বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য

সম্পাদনায়—
মৌলা বক্স ও শান্তি ব্যানার্জ্জি

দৃশ্য শিল্পে—
যতীন দাস

সঙ্গীত পরিচালনা —
হরিপ্রসন্ন দাস

গল্পাংশ

দরিদ্র মধ্যবিত্ত একটি পরিবারের ভাড়া করা ফ্ল্যাটের একটি স্বল্পায়তন সঙ্কীর্ণ ঘরে এ কাহিনীর যবনিকা উঠিল। প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বহুকাল-সঞ্চিত আসবাব পত্রে ঘরটি ঠাসা। এক পাশের একটি খাটে একটি রোগ-শীর্ণ বছর দশেকের মেয়ে বসিয়া আছে ; তাহার দিদি ঘরের অপর দিকে একটি আলমারি হইতে পরিবার ব্লাউস্ বাছিতে ব্যস্ত।

ছোট মেয়েটি খানিক তাকাইয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল সব জামাই ত ছেঁড়া দিদি ! কি পরে কলেজের থিয়েটারে যাবে ?

দিদি একটা অপেক্ষাকৃত অল্প ছেঁড়া জামা বাছিয়া লইয়া তখন সেলাইএর কলে তাহা সেলাই করিতে বসিয়াছে। কল চালাইতে চালাইতে উত্তর দিল– ছেঁড়া কি আর থাকবে ! দেখ্না !

এক এক করিয়া এবার পরিবারের আর সকলের সহিত পরিচয় হয়। বর্ত্তমান বাংলা দেশের আরো হাজার হাজার এইরূপ পরিবারের সহিত তাহাদের বুঝি বিশেষ কিছু প্রভেদ নাই। অবস্থা এককালে ভালোই ছিল। কিছুটা ভাগ্য বিপর্য্যয়ে ও

বাকীটা গৃহস্বামীর মামলা মোকদ্দমার নেশায়, এখন বেশ দুর্দ্দিন চলিয়াছে। ছোট মেয়েটির কঠিন রোগ, অনেক কষ্টে তাহাকে কোন স্যানাটোরিয়ামে রাখিয়া চিকিৎসা করাইবার অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে। দু এক দিনের মধ্যেই পাঠান হইবে। সংসারের প্রধান অবলম্বন যাহার হইবার কথা, পরিবারের সেই একটি মাত্র ছেলে, বকাটে, জুয়াড়ী হইয়া একেবারে উচ্ছন্নে গিয়াছে। রুগ্ন বোনের ওষুধের টাকা জুয়ায় উড়াইয়া দিতেও তাহার বাধেনা। বড় মেয়েটি এখনও কলেজে পড়ে কিন্তু তাহার পড়াশুনার খরচ জোটান ক্রমেই ভার হইয়া উঠিতেছে।

বড় মেয়েটির নাম নমিতা। সেই যে এ কাহিনীর নায়িকা তাহা বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নিশ্চয়ই নাই। সাধারণ ঘরের

সাধারণ মেয়ের মত কোন অসাধারণ কাহিনীর নায়িকা হইবার স্বপ্ন সেও হয়ত দেখে নাই। কিন্তু ঘটনাচক্রে জটীল এক জীবন-নাট্যে তাহাকে জড়াইয়া পড়িতে হইল।

কলেজের বার্ষিক উৎসবে চিত্রাঙ্গদা অভিনয় হইতেছে। নমিতা সাজিয়াছে চিত্রাঙ্গদা, তাহার সহপাঠিনী বন্ধু চিত্রা সাজিয়াছে অর্জ্জুন। অভিনয় আরম্ভ হইবার আগে অপ্রত্যাশিত ভাবে একটা ঘটনা ঘটিয়া গেল। চিত্রা আধুনিক সমাজের বড় ঘরের মেয়ে। অরুণ বলিয়া একটি ছেলের সহিত তাহার পরিণয় স্থির হইয়া আছে। কলেজের অভিনয় দেখিতে আসিয়া অরুণের সহিত নমিতার আশ্চর্য্য ভাবে সাক্ষাৎ হইয়া গেল। সাক্ষাৎ না বলিয়া তাহাকে সংঘর্ষ বলাই উচিত। বন্ধুদের সহিত বাজি রাখিয়া অরুণ ষ্টেজের ভিতর অভিনয়ের বিলম্ব হইবার কারণ জানিতে যাইতেছিল, নমিতা চিত্রাঙ্গদা সাজিয়া 'উইংসে'র পাশ দিয়া আসিতেছে। দুজনের ধাক্কা লাগিয়া নমিতার হাতের ধনুক পড়িয়া গেল। দুজনে মিলিয়া তাহা তুলিতে গিয়া পরস্পরের কপাল গেল ঠুকিয়া।

দুজনের ললাটের আঘাত, হৃদয় পর্য্যন্ত না পোঁছাইতেও পারিত। কারণ পরস্পরের কোন পরিচয় তাহাদের সেদিন হয় নাই। সমাজের যে দুই বিভিন্ন স্তরে তাহারা বাস করে তাহাতে পরিচয় না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কিন্তু নিয়তির উদ্দেশ্য অন্য।

অভিনয় হইতে বাড়ী ফিরিয়া নমিতা জানিতে পারিল তাহার গুণধর ভাই রুগ্ন বোনকে স্যানাটোরিয়ামে পাঠাইবার জন্য সঞ্চিত অর্থ চুরি করিয়া সরিয়া পড়িয়াছে। সমস্ত সংসারের উপর গাঢ় হতাশার ছায়া। অর্থের অভাবে মেয়েটির আর চিকিৎসাই বুঝি হইবে না। নমিতা কলেজ ছাড়িয়া নিজেই উপার্জ্জন করিয়া এ সংসারের দুঃখ ঘুচাইবে বলিয়া পণ করিল।

কিন্তু চাকরী চাহিলেই পাওয়া যায় না। নানা স্থানে চাকরীর সন্ধানে যখন সে হতাশ ভাবে ঘুরিয়া ফিরিতেছে এমন সময় একদিন পথে অরুণের সহিত তাহার আবার সাক্ষাৎ।

কয়েকটি ঘটনার অপ্রত্যাশিত পরিণতির ভিতর দিয়া এ সাক্ষাতের জের কিন্তু অনেক দূর গড়াইল। অরুণ একটি গানের স্কুলের সেক্রেটারী। নমিতাকে সেখানে শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করিতে হইল। অরুণের সহায়তায় তাহার রুগ্ন ছোট বোনকে স্যানাটোরিয়ামে পাঠানও সম্ভব হইল। কাজের ভিতর দিয়া তাহাদের বাহিরের সান্নিধ্য যখন অন্তরের সান্নিধ্যে পরিণত হইয়াছে তখনও নমিতা অরুণের সম্পূর্ণ পরিচয় জানিতে পারে নাই। সে যে তাহারই বন্ধু চিত্রার কাছে বাক্‌দত্ত এ কথা তাহার কল্পনারও বাহিরে।

কিন্তু অরুণের অবস্থা ভিন্ন। সকল কথা জানিয়া বুঝিয়াও হৃদয়ের স্বাভাবিক দুর্ব্বার গতি সে রোধ করিতে পারে নাই। তবে অমানুষ সে নয়। চিত্রাকে সকল কথা খুলিয়া বলিয়াই সে তাহার প্রতিশ্রুতি হইতে মুক্তি ভিক্ষা করিবে বলিয়া সঙ্কল্প করিল। কিন্তু চিত্রার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া তাহার সকৌতুক আনন্দের উচ্ছ্বাসের মধ্যে কোন কথা বলিবার সুযোগ পাইবার আগেই চিত্রার দাদা ও বৌদি আসিয়া তাহাদের বিবাহের কথা ঘোষণা করিবার দিন স্থির করিয়া বসিলেন। কতকটা সঙ্কোচে ও দুর্ব্বলতায়, কতকটা চিত্রাকে আকস্মিক আঘাত দেওয়া সম্বন্ধে দ্বিধায় অরুণকে নীরব থাকিতেই হইল।

অরুণ নমিতাকে এত দন পর্য্যন্ত সকল কথা খুলিয়া বলিতে পারে নাই। এখনও পারিল না। অরুণের এ দুর্ব্বলতা হয়ত অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু ইহার জন্য কত বড় মূল্য তাহাকে দিতে হইবে জানিলে বুঝি এমন দ্বিধা সে করিত না।

চিত্রার সহিত তাহার পরিণয় ঘোষণার দিন আসিয়া পড়িল। আর যে কিছু না করিলেই নয়! নমিতা নিমন্ত্রিত হইয়া চিত্রার বাড়ীতে উৎসবে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছে, অরুণ আসিয়া তাহাকে হঠাৎ নিষেধ করিল। নমিতার সবিস্ময় প্রশ্নের উত্তরে সে শুধু জানাইয়া গেল যে এখন কোন কথা সে বলিতে পারিবে না, কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিয়া সকল রহস্যের মীমাংসা করিয়া দিবে।

এতদিন সঙ্কোচে, দুর্ব্বলতায় যাহা পারে নাই আজ সেই অপ্রীতিকর কর্ত্তব্য যেমন করিয়া হোক সম্পাদন করিতে প

করিয়াই অরুণ চিত্রার বাড়িতে পরিণয়-ঘোষণার উৎসবে যাইতেছিল। কিন্তু সেখানে ভাগ্য তাহাকে নিষ্ঠুর ভাবে পরিহাস

করিবার আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। অরুণ চলিয়া যাইবার পর নমিতার কলেজের সহপাঠিনীরা আসিয়া জোর করিয়া সাজাইয়া গুছাইয়া তাহার একান্ত আপত্তি সত্ত্বেও তখন নমিতাকে উৎসবে লইয়া গিয়াছে। সেখানে নমিতা বিস্ময় বেদনায় বিমূঢ় হইয়া দেখিল চিত্রার ভাবী স্বামী আর কেহ নয়, তাহারই প্রেমাস্পদ অরুণ! এমন নিদারুণ মুহূর্ত্ত নিতান্ত হতভাগিনীর জীবনেই শুধু আসে। নমিতা কাহাকেও কোন কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া নিঃশব্দে উৎসব হইতে বাহির হইয়া গেল। এ অবস্থায় কলিকাতায় থাকাও তাহার পক্ষে আর যেন সম্ভব নয়। মাকে বুঝাইয়া গন্তব্যস্থল না জানাইয়াই সে বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল। চিত্রা ও অরুণ অবিলম্বে খোঁজ লইতে আসিয়া জানিতে পারিল কোন ঠিকানা না রাখিয়াই নমিতা নিরুদ্দিষ্ট ভাবে চলিয়া গেছে।

নমিতা সত্যই একেবারে নিরুদ্দেশ হইয়া কোথায় যাইতে পারে! তাহার ছোট বোনের যে স্যানাটোরিয়ামে চিকিৎসা চলিতেছে সেইখানেই সে কিছুদিন গিয়া থাকিবে বলিয়া ঠিক করিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যকে ছাড়াইয়া যাওয়া এত সহজ নয়। স্যানাটোরিয়ামের প্রধান ডাক্তার বজ্রপাণি ঘোষ তাহারই পূর্ব্বেকার সহপাঠিনী অপর্ণা নামে একটি চিররুগ্না মেয়েকে বিবাহ করিয়াছেন। সহপাঠিনী বন্ধুর ইচ্ছায় ও চেষ্টায় নমিতা স্যানাটোরিয়ামে ডাঃ ঘোষের সেক্রেটারী রূপে একটি কাজ পাইল। স্বেচ্ছা-নির্ব্বাসনের পক্ষে এরকম একটি কাজ তাহার দরকার ছিল। কিন্তু এ চাকরী একদিকে যেমন শুভ আরেক দিক দিয়া তেমনি সর্ব্বনাশের মূল হইয়া উঠিল। ডাঃ ঘোষ ধীরে ধীরে নমিতার প্রতি অত্যন্ত প্রবল ভাবে আকৃষ্ট হইয়া উঠিলেন। এ আকর্ষণ যেদিন নীতি ও সৌজন্যের সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করিয়া নমিতার কাছে ভয়ঙ্কর ভাবে স্পষ্ট হইয়া উঠিল সেই দিনই সে অপর্ণার কাছে জানিতে পারিল যে অপর্ণাদের বিবাহ দিবসের বাৎসরিক উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া চিত্রা ও অরুণ সেখানে আসিতেছে।

নমিতা বুঝিল ভাগ্য তাহার বিরুদ্ধে আবার সকল দিক দিয়া ষড়যন্ত্র করিয়াছে। তাহাকে এ স্থান নিঃশব্দে অবিলম্বে ত্যাগ করিতেই হইবে। রাত্রির অন্ধকারে একাকী চলিয়া যাইবার পথে ডাঃ ঘোষের সঙ্গে দেখা হইল। ডাঃ ঘোষ তাহার পিছু লইয়াছেন। ডাঃ ঘোষ কিন্তু ভদ্রতার বন্ধন এখনও একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি শেষ পর্য্যন্ত নমিতাকে ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। নমিতাকে রাজী হইতে হইল।

কিন্তু নমিতার চলিয়া যাওয়া হইল না। ষ্টেশনে !তাহার যাইবার ট্রেণ আসিবার পূর্ব্বেই কলিকাতা হইতে আগত ট্রেণে চিত্রা, অরুণ ও অন্যান্য বন্ধুরা আসিয়া পড়িল। ডাঃ ঘোষ সুযোগ পাইয়া, নমিতা তাঁহার সহিত তাহাদের অভ্যর্থনা করিতে ষ্টেশনে আসিয়াছে বলিয়া ভাণ করিলেন। নমিতাকে বাধ্য হইয়া স্যানাটোরিয়ামে ফিরিতে হইল।

কিন্তু ষ্টেশনে একটা কেলেঙ্কারীর সৃষ্টির ভয়ে তখন চুপ করিয়া ডাঃ ঘোষের কথা মানিয়া লইলেও নমিতা কোন মতেই আর এ স্যানাটোরিয়ামে থাকিতে প্রস্তুত নয়। সেই কথাই জানাইয়া দিবার জন্য অপর্ণার সঙ্গে দেখা করিতে গিয়া সে একেবারে ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। অর্পণার ঘরের দরজা বন্ধ। ভিতরে ডাঃ ঘোষের রূঢ় স্বর এত স্পষ্ট যে বাহির হইতে না শুনিয়া পারা যায় না। স্বামী-স্ত্রীতে নমিতাকে লইয়াই কথা হইতেছে। ডাঃ ঘোষ উত্তেজনায় প্রায় উন্মত্ত হইয়া নিষ্ঠুর ভাবে জানাইতেছেন যে নমিতা ও তিনি পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত একথা এখন ! আর গোপন করিতে তিনি চান না। অর্পণাই তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে বাধা ইহাই তিনি বলিতে চান।

নমিতা আর সহ্য করিতে পারিল না। ব্যাকুলভাবে দরজা ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া সে অর্পণাকে বুঝাইতে গেল যে এসব কথা একান্ত মিথ্যা। কিন্তু অর্পণার মন তখন একেবারে ভাঙ্গিয়াছে। সে নমিতাকে ঠেলিয়া দিল। নিরুপায় হইয়া নমিতা হতাশভাবে বাহিরে চলিয়া আসিল। কি সে এখন করিতে পারে ! কি তাহার করিবার আছে ?

সহসা নমিতার মনে হইল বিস্ময়ে ! আতঙ্কে তাহার হৃদয় স্পন্দন বুঝি স্তব্ধ হইয়া যাইবে। ভিতর! হইতে স্বামী-স্ত্রীর যে কথা শোনা গেল তাহা অমানুষিক।

অপর্ণা বলিতেছে,– এই রুগ্ন নিস্ফল জীবন নিয়ে তোমাদের মধ্যে বাধা হয়ে আর আমি থাকতে চাই না। আজ রাত্রে ইন্‌জেক্‌শনের বদলে আমায় তুমি বিষ দিও।

ডাঃ ঘোষ বজ্র-কঠিন স্বরে উত্তর দিলেন – তাই দেব।

নমিতা আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিল না। কিন্তু একথা জানিবার পর কোথাও গিয়া যে তাহার শান্তি নাই। কি করিবে সে, কাহাকে এ কথা জানাইবে!

রাত বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে নমিতার অস্থিরতা ও আতঙ্ক ক্রমেই অসহ্য হইয়া উঠিল। এমন ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা জানিয়াও নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা যে অসম্ভব। অবশেষে আর থাকিতে না পারিয়া সে ছুটিয়া আবার অপর্ণার ঘরেই তাহার সন্ধান করিতে গেল। কিন্তু কোথায় অপর্ণা! উন্মত্ত ভাবে নমিতা এক এক করিয়া সব ঘর খুঁজিয়া দেখিল,—অপর্ণা নাই। তবে কি ডাঃ ঘোষ সত্যই তাঁহার ল্যাবরেটরিতে অপর্ণাকে ইনেজেক্‌সনের বদলে বিষ দিয়া হত্যা করিতে লইয়া গিয়াছেন। অপর্ণার ইন্‌জেক্‌শন লওয়া আজ নূতন নয়। প্রতি রাত্রেই তাহাকে ইন্‌জেক্‌শন লইতে হয়। কিন্তু সত্যই কি আজ তাহার শেষ রাত্রি।

নমিতা ল্যাবরেটরীর দিকে ছুটিল। কিন্তু সে একা অসহায় নারী, দুর্দ্দান্ত, বিকৃত প্রেমে উন্মত্ত ডাঃ ঘোষের বিরুদ্ধে সে কি করিতে পারিবে! বিপদের এই ভয়ঙ্কর মূহুর্ত্তে আর দ্বিধা করা চলে না। অরুণকে তাহার ঘর হইতে নমিতা ব্যাকুল ভাবে ডাকিয়া বাহির করিল। সংক্ষেপে আসন্ন বিপদের কথা জানাইয়া বলিল যে বিলম্ব করিলে অপর্ণাকে আর রক্ষা করা যাইবে না।

এবার দুজনে মিলিয়া ল্যাবরেটরীতে ছুটিয়া গিয়া দেখিল দ্বার ভিতর হইতে বন্ধ। অরুণের অবিরাম করাঘাতে ও চীৎকারে অনেকক্ষণ পরে ক্রুদ্ধ ও উদ্ধত ডাঃ ঘোষ যখন দ্বার খুলিলেন তখন দেখা গেল দূরে একটি 'অপারেশন্ টেবিলে' অপর্ণার শীর্ণ পাণ্ডুর দেহ শায়িত.....

এ কাহিনীর কেমন করিয়া সমাপ্ত হইল তাহা প্রকাশ করিয়া চিত্রের সম্পূর্ণ আকর্ষণ ক্ষুণ্ণ করা আর বোধ হয় উচিত নয়।

গীতাংশ

— এক —

বসন্ত নয়, বসন্ত নয় এলো বনে কোন শিকারী ;
জর্জ্জরিত কাননভূমি বানে তারি ।
কুসুম বলে করিসনে ভুল
ওইযে অশোক, পলাস শিমূল
রক্তরাঙা নিশান ওরা বনের গভীর বেদনারি ।
মৌমাছিদের গুঞ্জরণে সুরে সুরে,
বনস্থলীর বিলাপ শুনি কাছে দূরে ।
পেতেছে ফাঁদ দিকে দিকে
এড়িয়ে তারে পালাবি কে
মমতাহীন মৃগয়া তার
হৃদয়গুলি নেবেই কাড়ি ।।

— **কলেজের মেয়েদের গান**

— দুই —

গন্ধে উতল বনে আজি কিসের শিহরণ
আনে পিকের কূহরণ ;
হ'ল আকুল তনুমন
কভু হয়নি যে নাম ডাকা
ছিল হৃদয় তলে যে নামখানি
স্বপন দিয়ে ঢাকা ;
আজি দখিন সমীরণে
গুঞ্জরিয়া ওঠে সে নাম কণ্ঠে অকারণ।
আজি বকুল বনছায়
তারে হয়তো বলা যায়,
যে কথাটির গভীর সুরে
হৃদয় উছলায়,
হয় যদি হোক ভুল
ফাগুন-বনে ফুল
ঝরে যাবে জেনেও হেসে নিক্‌না কিছুক্ষণ।

— নমিতার গান

— তিন —

বল এবার বল তবে,
মনে মনে যে গান রচাও
সুরে কখন সারা হ'বে ?
ব্যাকুল বায়ে সকল হিয়া
কেবল তোল মর্ম্মরিয়া
গোপন যত আশাগুলি
ফলের ভাষা পাবে কবে ?
অনেক দোলা দিয়েছ ত,
অনেক পাতা গেছে ঝরে,
এখনো সব শূন্য শাখা
দেবে নাকি রঙিন করে !
বারে বারে ঘুম ত ভাঙ্গাও
অনুরাগে আকাশ রাঙাও
মিলন-বেলা তবু আজো
স্বপন মম দূরে রবে ?

— চিত্তোর গান

— চার —

লুকিয়ে কেন আছিস আজো
শুনিস্ নিকি বনে বনে
ডাক এসেছে সাজো সাজো।
অনেক দিনের পথ চাওয়া
আমি এলেম দখিন হাওয়া
মুকুল গুলি মেলো মেলো
নিলাজ শোভায় আজ বিরাজো।

বিরস মুখে কোথায় তাকাস্
আমি এলেম ভোরের আকাশ
রঙিন আলোয় হবে চেনা
শিশির জলে নয়ন মাজো।

— **নমিতার বান্ধবীদের গান**

— পাঁচ —

পাখা মেলো, ভাঙ্গা বাসার পাখী
যাবার বেলা ঝরে না যেন আঁখি।

ক্ষণিক আলো গভীর ছায়া
কিছু ত মনে রচিল মায়া ;

সুরের রেশ এখনো কিছু
হৃদয়ে তবু আছে ত বাকি।
ফোটাবে ফুল যে জন এসে
এল সে বুঝি ঝড়ের বেশে
স্বপন গুলি ধূলায় লোটে
তবুও সব-ই নহেত ফাঁকি

— চিত্রার গান

— ছয় —

কেন আর বার বার সে স্মৃতি জাগাও
কেন ভুলে ভাঙ্গা কুলে তরণী লাগাও।
কখন মুকুল গেছে ঝরিয়া
উদাসী অলি স্মরিয়া ·
শূন্য বন তলে হায়
বিফলে তাকাও।
আপন হৃদয় লয়ে একেলা
কাটাই উদাস বেলা
আঁখি জলে মোছা ছবি
কেন বা আঁকাও।

— নমিতার গান

এই সঙ্গে—

হাসির রাজা ডি, জির পরিচালনায়

"কর্ম্মখালি"

মতিমহল থিয়েটার্সের পরবর্ত্তী চিত্র

নিমাই সন্ন্যাস

মতিমহল থিয়েটার্স লিমিটেডের প্রচার বিভাগের তরফে প্রচার সম্পাদক শ্রীকুমুদ রঞ্জন দাস কর্ত্তৃক
প্রকাশিত ও গ্লাসগো প্রিন্টিং কোম্পানী, হাওড়া হইতে মুদ্রিত।